[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মোঃ আজগর আলী বলেন,ধর্ষনের ঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। মেয়েটিকে ডাক্তারি পরিক্ষা ও আসামি ২২ ধারা করনোর জন্য ঝিনাইদহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্র দেখিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ও মটর সাইকেল ছিনতাই

দেশীয় অস্ত্র দেখিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ও মটর সাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে কোটচাঁদপুরের ঘাঘা- জালালপুর সড়কের বালুখোলা নামকস্থানে এ ঘটনা।

ভুক্তভোগী আব্দুল খালেক বলেন, গতকাল শুক্রবার (২১ এপ্রিল) তারিখ বিকেলে তালসারে গিয়েছিলাম জামাই বাড়ি। ওইদিনই সন্ধ্যা রাতে আমার গ্রামের বাড়ি জালালপুর ফিরছিলাম।

পথিমধ্যে ঘাঘা- জালালপুর সড়কের বালুখোলা নামকস্থানে আসার পর দুই জন ধারালো দা দেখিয়ে আমার গতিরোধ করে। ছিনিয়ে নেন আমার মোবাইল,নগদ ৭ হাজার টাকা আর মটর সাইকেলের চাবি। এরমধ্যে ওই স্থানে চলে আসে জালালপুর দর্গা পাড়ার কামরুল ইসলাম। তাঁর কাছে ছিল পালসার মটর সাইকেল।
সে আসার পর তাঁর কাছ থেকে মটর সাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যান।

তিনি বলেন, এ সময় আমি মটর সাইকেল থেকে নামতে গেলে,তারা আমাকে গুলি করে দিবেন বলে হুমকি দেন। এ ঘটনার পর কামরুল ইসলাম থানায় গিয়েছিল। আর আমার কাছ থেকে তালসার পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার সব কিছু লিখে নিয়েছেন।

মটর সাইকেল দুই আরোহী কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে নগদ ৭ হাজার টাকা, ৩ টি মোবাইল ও মটর সাইকেল নিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে।

তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আজগর আলী বলেন, ঘটনা শোনার পর,

আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। সব কিছু শুনেছি। অভিযোগ করতে তাদের থানায় যাবার কথা ছিল। গেছেন কিনা জানা নাই।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) সিরাজ আলম বলেন,ওই ঘটনায়, এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ বা জিডি হয়নি।

কোটচাঁদপুরে চলছে তীব্র তাপদহ আর গরম ঝরে পড়ছে গাছের আম

কোটচাঁদপুরে চলছে তীব্র তাপদহ আর গরম। অন্যদিকে বিদ্যুৎতের লোডশেডিং। এতে করে ঝরে পড়ছে গাছের আম। ধানে দেখা দিয়েছে ব্লাস্ট রোগ। ব্যহত হতে পারে উৎপাদন,এমন আশংকা চাষিদের। তবে ইতোমধ্যে চাষিদের সচেতন করতে লিফলেট বিতরন ও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ অব্যহত রেখেছেন বলে জানিয়েছেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাজিবুল হাসান।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় এ বছর ধানের চাষ হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৫০ হেক্টর। তবে গেল বছরের তুলনায় ৫০ হেক্টর জমিতে কম চাষ হয়েছে।

আর আমের চাষ হয়েছে ৭ শ হেক্টর জমিতে। গেল বছর উৎপাদন হয়েছিল ১২ হাজার ৬ শ মেট্রিক টন। এ উপজেলায় ১৭ শ টি বাগান রয়েছে। তবে সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে গেল বছরের তুলনায় বেশি উৎপাদন হবে বলে আশাও করেছেন।

উপজেলার তালসার গ্রামের চাষি সোহরাব হোসেন বলেন,তীব্র তাপদহ,গরমে এমনিতেই ফসলের ক্ষতি হচ্ছিল। এরপর কয়েক দিন ধরে বিদ্যুৎতের টানা লোডশেডিংয়ে চাষিররা দিশেহারা। ওই চাষি বলেন, তাপ আর গরম থাকলেও ক্ষেতে ঠিকমত সেচ দেওয়ায় ফসলের তেমন ক্ষতি হচ্ছিল না। এ লোডশেডিংয়ে কয়েকদিন ধরে ঠিকমত সেচ দেয়া যাচ্ছে না। এতে করে ধানের ডগা শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে ব্লাষ্ট রোগ। যাতে উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।

এ ছাড়া তাপ আর গরমে আমের গুটি লাল হয়ে ঝরে পড়ছে। তবে অন্য কোন

ফসলে তেমন কোন সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। এ সব বিষয় নিয়ে কৃষি অফিস ধানের জমিতে পানি রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া আমের জমিতে সেচ ও গাছেও পানি স্প্রে করতে বলেছেন।

নারানবাড়িয়া গ্রামের ফয়েজ আহমেদ বলেন, এ তাপ আর গরমে আম ঝরে পড়ছে। ধানেও দেখা দিয়েছে ব্লাস্ট রোগ। এতে করে উৎপাদন কমতে পারে বলে জানিয়েছেন ওই চাষি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাজিবুল হাসান বলেন,তীব্র তাপদহ ও অনাবৃষ্টিতে ধানের ক্ষতি হতে পারে। তবে সব ধরনের ধানের ক্ষতি হবে না। মূলত যে ধানের ফুল রয়েছে, ওই সব ধানের সমস্যা হতে পারে।

এ ছাড়া ব্লাষ্ট রোগের প্রাদুভাব দেখা দিয়েছে। তবে তেমন বেশি না। মাত্র ১ হেক্টর ধানের জমিতে এ রোগ দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা চাষিদের সচেতন করতে এলাকায় এলকায় লিফলেট বিতরন করা হচ্ছে।

কৃষি কর্মকর্তা বলেন,যে আবহাওয়ায় আম কিছু ঝরে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় পানি দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোন ফসলের তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার কথা আমার জানা নাই। এ ছাড়া কেউ অভিযোগ ও করেনি।

তবে বিদ্যুৎ নিয়ে চাষিদের অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েক দিন ধরে, ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। ফলে চাষিরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সেচ দিতে পারছে না। এ কারনে ধানে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুভাব দেখা দিতে পারে। এতে করে উৎপাদন ও কম হওয়ার আশংকা দেখা দিবে।

কোটচাঁদপুরে অগ্নিকান্ডজনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা

অগ্নিকান্ডজনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর

অফিসার্স ক্লাবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন সহকারী কমিশনার(ভুমি) নিরুপমা রায়, প্রকৌশলী মিজানূর রহমান,মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় ঘোষ, সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা রাজি বসু হাসান ও কোটচাঁদপুর ফায়ার স্টেশনের, স্টেশন মাস্টার আক্কাস আলী।

মতবিনিময় সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল অগ্নিকান্ড জনিত দূর্ঘটনা। এ কারনেই পুরো আলোচনা জুড়েই ছিলেন, ফায়ার স্টেশনের, স্টেশন মাস্টার আক্কাস আলী।

এ সময় উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে বার বার উঠে এসেছেন পানির বিষয়টি। যা অগ্নি নির্বাপনে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। যা কোটচাঁদপুর শহরে তেমন নাই। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পৌর সভার পানির পাম্প ব্যবহার করার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

এছাড়া আবাসিক প্রকৌশলি অফিসে মধ্যে থাকা পানির পাম্পও ব্যবহার করার কথা জানান প্রকৌশলি মনোয়ার হোসেন।

পরে স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের সদস্যরা অগ্নিকান্ডে মানুষের করনীয় বিষয় নিয়ে একটি মহড়া উপস্থাপন করেন, অফিসার্স ক্লাবে সামনে।

ঝিনাইদহে বৃষ্টির আশায় ইসতিসকার নামাজ আদায়

তাপদাহে নাভিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে। কমছেই না তাপমাত্রার পারদ। উল্টো দিন দিন বাড়ছে গরম আর তাপদাহ। একফোঁটা বৃষ্টির আশায়

প্রহর গুনছে মানুষ। এ অবস্থায় বৃষ্টির আশায় ইসতিসকার নামাজ আদায় করেছেন ঝিনাইদহের মুসল্লিরা।

মঙ্গলার (১৮ এপ্রিল) সকালে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল মাঠে জেলা ইমাম পরিষদের আয়োজনে নামাজ আদায় করা হয়। এতে শহরের বিভিন্ন এলাকার কয়েকশ’ মুসল্লি অংশ নেয়।

নামাজে অংশ নেয়া মুসল্লি ইসলাম মিয়া জানান, সারাদেশ খরায় পুড়ছে। আল্লাহ ছাড়া আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই। তাই এ নামায আদায় করলাম।

কোটচাঁদপুরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

কোটচাঁদপুরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভা করা হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার উছেন মে। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আব্দুর রশিদ,থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) জগন্নাথ ঋঋবৎস্যকর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার, সমাজ সেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা চম্পা অধিকারি।

এ সময় বক্তারা ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বিচারের নামে কোন বিচারক অবিচার করলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে– প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো এই দেশের জনগন যাতে স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে ন্যায় বিচার লাভ করেন। এই রাষ্ট্রের মালিক ১৭ কোটি মানুষ। এই ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ নিত্যদিন আদালত চত্বরে আসেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায়। যেহেতু এই রাষ্ট্রের মালিক জনগন, সেহেতু মানুষ যাতে আদালতে এসে স্বঃস্বিতে বসতে পারেন, তারা যাতে বুঝতে পারেন এই জায়গাটি তাদের। সেই জন্য প্রায় প্রতিটি জেলায় বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মান করা হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ আদালত প্রাঙ্গনে “ন্যায়কুঞ্জ” উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আদালতগুলোতে যে মামলা জট সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুত ছাড়াতে বিচারকগনকে বলা হয়েছে, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার পান। এদিকে ঝিনাইদহ আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচারের নামে কোন বিচারক যদি অবিচার করেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বিচার বিভাগের কেউ দুর্নীতি করলে তাকে রাখা হবে না।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি একটা ক্যান্সার। আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে। যদি একটি আঙ্গুলে ক্যান্সার হয় তাহলে বড় চিকিৎসা হচ্ছে সেটা কেটে ফেলা। তাই যে জজ বিচার বিক্রি করবে, সেই জজের আঙ্গুল কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। একজন জজ যদি বিচারের মাধ্যমে একজনের সম্পদ অন্যজনের দিয়ে দেন, তাহলে সে ডাকাতের চেয়েও খারাপ। তিনি বলেন, এমন অন্যায়ের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি কোন জজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পান, জানালে সাথে সাথে আমি ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

তিনি বলেন, ঝিনাইদহের বিষয়খালীর যুদ্ধ ইতিহাসের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ যা আমরা ভুলতে পারব না। ১৯৭১ সালে বিষয়খালী ব্রিজের এইপাশে

মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন। আর অপরপাশে ছিল পাকিস্তানী বাহিনী। সেখানে দির্ঘ সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল যা আমাদের ভুলবার নয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার এস কে এম তোফায়েল হাসান, জেলা প্রশাসক এস.এম রফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা জজ নাজিমুদৌলা, পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকিদুল ইসলাম, সরকারি কৌশুলী বিকাশ কুমার ঘোষ ও পিপি অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন বিচারাঙ্গনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই এম্বুলেন্সের ১ জন ড্রাইভার

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্সের ড্রাইভার রয়েছে ১ জন। এতে করে পরিবহন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারন মানুষ। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরেকটি ড্রাইভার এখন সময়ের দাবি এলাকাবাসির।

জানা যায়, ১ টি পৌর সভা ও ৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে এ উপজেলা। এ উপজেলায় রয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ১শ ২১ জন মানুষ। এ ছাড়া এ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫টি উপজেলার মাঝখানে অবস্থিত। এ কারনে ওই সব উপজেলার অধিকাংশ রোগি চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন এ কমপ্লেক্সে।যার মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদরের কিছু অংশ, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, চৌগাছা ও জীবননগর।

এ সব উপজেলা থেকে প্রতিনিয়ত রোগি আসে এ কমপ্লেক্সে। এ কারনে বাড়তি চাপ নিতে হয় এ কমপ্লেক্সের ডাক্তার, নার্স, সহ সংশ্লিষ্টদেরকে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবহন সেবা অন্যতম। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুইটি এম্বুলেন্স রয়েছে। তবে ড্রাইভার রয়েছে ১ টি। এ

কারনে রোগিরা সরকারি এম্বুলেন্স সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অন্যদিকে প্রাইভেট এম্বুলেন্সের সেবা নিতে গেলে ব্যয় হচ্ছে বেশি টাকা। আর এ সবের জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রাইভেট এম্বুলেন্সের ব্যবসা। কয়েক বছর আগেও কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট এম্বুলেন্স ছিল ১/২ টা। বর্তমানে সব মিলিয়ে প্রাইভেট এম্বুলেন্স রয়েছে ১০/১২ টি। আর সব প্রাইভেট এম্বুলেন্স সেবা নিতে গেলে মানুষের লাগে বাড়তি টাকা।

এদিকে এ কমপ্লেক্সে ২ টি এম্বুলেন্স থাকা সত্বেও এর সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগিরা। এ কারনে আরেকটি এম্বুলেন্স ড্রাইভার এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

ভুক্তভোগি হেলাল উদ্দিন জানান, প্রয়োজনের সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এম্বুলেন্স সেবা পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে ওই সময় প্রাইভেট এম্বুলেন্স সেবা নিতে হয়। গুনতে বেশি টাকা। এ কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরো একটা ড্রাইভার খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এটা এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার সহসভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু বলেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্স থাকা সত্বেও মানুষ প্রয়োজনের সময় এ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষকে গুনতে হয় দ্বিগুন টাকা।

তিনি বলেন, এ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি আশ-পাশের কমপ্লেক্সের তুলনায় রোগির চাপ সব সময় বেশি হয়। এ কারনে এখান থেকে রোগি রেফার্ড ও বেশি হয়ে থাকে। এ জন্য জোরদার করা প্রয়োজন জরুরি এম্বুলেন্স সেবা। যাতে করে মানুষের এ সেবাটি নিশ্চিত করা যায়। এ কারণে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরেকটি ড্রাইভার এখন এলাকাবাসির সময়ের দাবি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এম্বুলেন্স ড্রাইভার আজব আলী জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি সচল এম্বুলেন্স রয়েছে। তবে থেকে লাভ কি। আমি কি একা দুটো কিভাবে চালাব। আরেকটি ড্রাইভার হলে কেমন হয়, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, অফিস চাইলে দিতে পারেন। আমার কোন সমস্যা নাই। কারন আমার চাকুরি তো সে নিয়ে নিবে না।

প্রয়োজনের সময়ে আপনাকে পাওয়া যায় না, এমন অভিযোগ রয়েছে আপনার

বিরুদ্ধে। জানতে চাইলে বলেন, রাত দিন ২৪ ঘন্টা আমার ডিউটি। আমি ডিউটি ঠিকমতই করি। তবে মাঝে-মধ্যে বিপদ-আপাদ তো মানুষের থাকে। সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা তো করতে হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুইটি এম্বুলেন্স রয়েছে। ড্রাইভার একটা। ওই ড্রাইভার অলটানেট করে চালাবেন এম্বুলেন্স। তিনি বলেন, এ কমপ্লেক্সে একটা ড্রাইভারের পদ রয়েছে। চাইলেই হবে না। তবে কমপ্লেক্সের ১শ ভেবে কার্যক্রম চালু হলে এই সময় দুইজন ড্রাইভার চাইলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কোটচাঁদপুরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অফির্সাস ক্লাবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, মডেল থানার তদন্ত ওসি জগন্নাথ চন্দ্র, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অশিত বরণ পাল, সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কোটচাঁদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার, রিপোর্টার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার প্রমুখ।

এ সময় পহেলা বৈশাখ উদ্যায়াপন উপলক্ষে বিভিন্ন করনীয় বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অতিথি বৃন্দরা। সে সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, জন প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী,উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী,সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।